ষষ্ঠ অধ্যায়

অলী-আল্লাহ্‌গণের নিকট কিছু চাওয়া প্রসঙ্গে

বেহেস্তী জেওর ঃ

کسی کو نفع نقصان کامختار سمجھنا -کسی سے مرادیں مانگنا روزی اولاد مانگنا (شرك وكفر ہے *

অর্থঃ "কাউকে কল্যাণ-অকল্যানের ক্ষমতাবান মনে করা, কারও কাছে মনোবাসনা পূরণের প্রার্থনা করা, রোজী-রোজগারও সন্তান প্রার্থনা করা -শিরক ও কুফর।" (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ভূমিকাঃ

ইসলামী আকিদা মতে কল্যাণ-অল্যাণ, রোজী-রোজগার ও সন্তানাদির স্রষ্টা ও মালিক হচ্ছেন প্রকৃত পক্ষে একমাত্র আল্লাহ! কিন্তু তিনি এগুলো বাস্তবায়ন করেন ফেরেস্তা, নবী-রাসুল, অলী-গাউসগণের মাধ্যমে। যেমন ফেরেস্তা এসে মায়ের পেটে সন্তানের দেহ তৈরী করেন, রূহ প্রদান করেন, ভাগ্য লিখে দিয়ে যান- ইত্যাদি। মিকাইল (আঃ) রিজিক বন্টন করেন, বৃষ্টিপাত প্রয়োজনমত বর্ষণ করেন। রাআদ ফেরেস্তা মেঘমালা পরিচালনা করেন- ইত্যাদি। এরা বিশ্বজগত পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। আরবীতে বিভিন্ন কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেস্তগণকে "মুদাব্বিরুল উমুর" বলা হয়। তদ্রূপ মানব জাতির মধ্যেও নবী রাসুল, গাউস কুতুবগণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কোন কোন কাজ সম্পাদন করেন। যেমনঃ নবী করিম (দঃ) দীর্ঘ এক হাদীসে ৩৫৬ জন শীর্ষস্থানীয় অলি-আল্লাহ্‌র গুণাবলী বর্ণনা করে বলেছেন-তাঁদের উছিলায় ও তাঁদের মাধ্যমে আমার উম্মতের রিজিক বৃদ্ধি হয়, রহমতের বৃষ্টি নাজিল হয় ও বালা মুসিবত দূর হয়। (ইবনে আসাকির-ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীস)। অনুরূপভাবে ডাক্তার, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণের মাধ্যমে রোগ ভাল করেন। শহর, বন্দর আলোকিত করেন। স্থল-পথ, নৌ-পথ ও আকাশ পথে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। বিজ্ঞানীদের নিত্য-নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে মানব জাতির অফুরন্ত কল্যাণ সাধন করেন। আবার তাদের আবিষ্কৃত মারনাস্ত্রের মাধ্যমেই মানব জাতির প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির সুযোগ করে দেন। এগুলো আল্লাহরই সৃষ্টি কৌশল। অথচ সবাই বলে-ডাক্তার রোগ ভাল করেন, মা সন্তানকে দুধ দেন, মুরগী ডিম দেয়, পিতা সন্তান জন্ম দেন -- ইত্যাদি। মানুষ ডাক্তারের কাছে ঔষধ চায়, ধনীর কাছে সাহায্য চায়, মায়ের কাছে ভাত চায়। তাই বলে কি তাদেরকে মালিক মনে করে? তদ্রূপঃ নবী-রাসুল, অলী-গাউসদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির জাগতিক ও পারলৌকিক অনেক

www.sunnibarta.com

কল্যাণ সাধন করেন। তাঁদের দরবারে গেলে রিজিক, সন্তান ইত্যাদি মনোবাসনা পূরণ হয়। এগুলো আল্লাহরই ব্যবস্থাপনা। সরাসরি কোন কাজ আল্লাহ নিজে সম্পাদন করলে তাকে বলা হয় কুদরত। আর নবীগণের মাধ্যমে সম্পাদন করলে তাকে বলা হয় মোজেজা। অলীগণের মাধ্যমে সম্পাদন করলে তাকে বলা হয় কারামত। এটাই সঠিক ইসলামী আকিদা। যারা শুধু আল্লাহর কুদরত স্বীকার করে, তারা ভ্রান্ত। আর যারা কুদরত, মোজেজা ও কারামত-তিনটিকেই স্বীকার করেন- তাঁরাই হচ্ছেন খাঁটী ঈমানদার। আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই নবী রাসুল ও অলি-আল্লাহগণকে এই অলৌকিক শক্তি দান করেছেন। আল্লাহ্ হচ্ছেন মৌলিক শক্তির অধিকারী। আর নবী-অলীগণ হচ্ছেন প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী। কোরআন, হাদীস, ইজ্‌মা, কিয়াস- এই চার দলীলের দ্বারাই এসব প্রমাণিত। তাই হুট্ করে কোন মুসলমানকে একারণে কাফের ও মুশরিক বলে আখ্যায়িত করা শয়তানী ও হঠকারিতারই পরিচায়ক। ওহাবী সম্প্রদায় নবী-রাসুল ও অলী গাউসগণের নবুয়তী ও বেলায়তী শক্তির ঘোর বিরোধী। এরই ফলশ্রুতিতে এসব বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস। আল্লাহর নেয়ামত ও রহমতের দরজা হলেন–নবী ও অলীগণ। এর হাজার হাজার প্রমাণ কোরআন ও সুন্নাহতে বিদ্যমান রয়েছে। এবার আমরা আল্লামা হাশমত আলী (রহঃ)-এর গ্রন্থের অনুবাদ পেশ করছি– অনুবাদক।

ইসলাহ্ বা ভুল সংশোধনঃ

কল্যাণ-অকল্যাণ সংঘটনকারী, মনোবাসনা পূরণকারী, প্রার্থিত বস্তু দানকারী, রিজিক ও সন্তান দানকারী মূলতঃ আল্লাহ তায়ালা। সমস্ত মুসলমানের ইহাই বিশ্বাস। চাই সে যতবড় জাহেলই হোক্‌না কেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আপন প্রিয় বান্দা, আউলিয়ায়ে কেরাম, আম্বিয়ায়ে ইজাম, বিশেষ করে মানবকুলের সর্দার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) কে মানুষের উপকার-অপকার সাধনের ক্ষমতা দান করেছেন। কারও মনোবাসনা পূরণ করা, মুশকিল আসান করা, বিপদে মানুষকে সাহায্য করা- ইত্যাদি ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে দিয়েছেন। তাঁদেরকে কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক মোখ্‌তার (আধ্যাত্মিক শক্তিমান) বানিয়েছেন। একারণেই মানুষ তাঁদের নিকট থেকে তাঁদের জীবদ্দশায় এবং ইন্‌তিকালের পরও উপকার লাভ করে থাকে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কাজে তাঁদের নিকট থেকে অজস্র তাসাররূফ (আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রয়োগ) প্রকাশ পায়। একারণেই মানুষ তাঁদের নিকট যান, তাঁদের কাছে মনের বাসনা পূরণের প্রার্থনা করেন, বাসনা করেন, বিপদে আপদে তাদেরকে স্মরণ করেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করেন। আপন আপন ফরিয়াদ তাঁদের খেদমতে পেশ করে মানুষ তাঁদেরকে খোদার দরবারে উছিলা বানিয়ে দোয়া করেন এবং মনোবাসনা পূরণের জন্য তাঁদেরকে মাধ্যম মনে করেন। এ মর্মেই আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজিদে দুটি আয়াতে মাধ্যম অনুসন্ধানের নির্দেশ করেছেন। নবী করিম (দঃ) কে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেনঃ

www.sunnibarta.com

১নং দলীলঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاوُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوااللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا *

অর্থঃ "হে প্রিয় রাসুল! আপন আত্মার উপর জুলুমকারী লোকেরা যদি আপনার দরবারে হাজির হয়, আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহর রাসুল তাদের জন্য সুপারিশ করেন, তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও দয়ালু হিসাবে পাবে।" –সুরা নিসা ৬৪ আয়াত ৫ম পারা।

উক্ত আয়াতে দুটি মসআলা প্রমাণিত হয়েছে। যথা ঃ

১) আল্লাহর দরবারে কোন বিষয়ে আরজ করার সময়ে তাঁর প্রিয় রাসুল ও প্রিয় বান্দাগণকে উসিলা বানানো জায়েজ ও উত্তম এবং কৃতকার্যতার জন্য খুবই উপকারী।

২) মনোবাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে রওজাপাকে বা মাজার শরীফে গমন করা নবী যুগের এবং সাহাবা যুগের স্বীকৃত সর্বোৎকৃষ্ট আমল। উক্ত আয়াত "জা-উকা" 'আপনার দরবারে আসে' সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। ইন্‌তিকালের পরেও মদিনা যাওয়ার অনুমোদন এতে রয়েছে। 'জাউকা' শব্দটি মদিনার জন্য নির্দিষ্ট নয়- বরং নবীজীর দরবার ও সর্বত্র উপস্থিতির-তথা হাজির ও নাজির ইঙ্গিত বহ। নবী করিম (দঃ) মোমেনদের প্রাণের চেয়েও নিকটে (কোরআন)

২নং দলীলঃ

দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণের জন্য অলী-আল্লাহগণের উসিলা ধরা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ *

অর্থঃ "হে ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আল্লাহকে পাওয়ার জন্য উছিলা তালাশ করো।" সুরা মায়েদা আয়াত-৩৫।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর "কাউলুল জামিল"–এ বলেনঃ 'আমানু' শব্দ দ্বারা ঈমান, 'ইত্তাক্কু' শব্দ দ্বারা আমল এবং 'ওয়াসিলা' শব্দ দ্বারা পীর-মাশায়েখের উছিলা বা তাঁদের মাধ্যমে জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ অনুসন্ধান করা বুঝানো হয়েছে।

মোদ্দা কথা–মুসলমানগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের দরবারে আল্লাহর নির্দেশেই যাতায়াত করে থাকেন এবং তাঁদেরকে কল্যাণ ও আল্লাহর রহমতের উসিলা বা মাধ্যম মনে করেন। তাঁদেরকে মৌলিক কর্ম সম্পাদনকারী বা সয়ম্ভু কখনো মনে করেন না।

www.sunnibarta.com

মুসলমানদের এই আকিদা-বিশ্বাস শিরক তো দূরের কথা, হারামও নয়। নিঃসন্দেহে ইহা জায়েজ ও বৈধ। উলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাত নিজ নিজ গ্রন্থে কোরআন-সুন্নাহ ও ইমামগণের মতামত উল্লেখ করে এধরনের সাহায্য প্রার্থনা করার বৈধতা প্রমান করে গেছেন। ঐগুলি থেকে নির্বাচন করে আরও কতিপয় দলীল নিম্নে পেশ করা হলো। বিস্তারিত জান্‌তে হলে ঐসব কিতাব অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে।

৩নং দলীলঃ

নবী করিম (দঃ)-এর খাদেমগণের মধ্যে হযরত রবিয়া ইবনে কা'ব আসলামী (রাঃ) রাত্রে জাগরণ করে হুজুর (দঃ)-এর খেদমত করতেন। তাহাজ্জুদের সময় ঢিলা কুলুক ও অজুর পানি সরবরাহ করতেন। একরাত্রে হযরত রবিয়া (রাঃ)কে একাকী পেয়ে নবী করিম (দঃ)এর রহমতের দরিয়ায় জোশ্‌ এসে গেলো। হুজুর (দঃ) এরশাদ করলেনঃ

سَلْ فَقُلْتُ اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَوَغَيْرَ ذٰلِكَ فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ (مِشْكٰوةُ بَابُ السُّجُوْدِ وَفَضْلِهِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ اَسْلَمِىٍّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থঃ "হে রবিয়া! তোমার যা ইচ্ছা হয়-চেয়ে নাও। রাবিয়া (রাঃ) বল্লেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি বেহেস্তের মধ্যে আপনার সাথে থাকার জন্য আপনার কাছেই প্রার্থনা করছি। নবী করিম (দঃ) বললেনঃ এটা মঞ্জুর হলো। এছাড়া আরও কিছু চাও কিনা? আমি আরজ করলামঃ শুধু ইহাই চাই। নবী করিম (দঃ) বললেনঃ তাহলে তুমি এ ব্যাপারে বেশী বেশী নফল নামাজ পড়ে আমাকে সাহায্য করো।" (মুসলিম শরীফে রবিয়া (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস খানা মিশকাত শরীফ বাবুস সুজুদ ওয়া ফাদ্‌লিহি অধ্যায়ে সংকলিত)।

পর্যালোচনাঃ

উক্ত হাদীসে নিম্নের কয়েকটি মস্‌আলা প্রমাণিত হলো। যথাঃ

১) নবী করিম (দঃ)-এর বিশিষ্ট খাদেম রবিয়া (রাঃ) কর্তৃক নিজের ঘটনা বর্ণনা।

২) নবী করিম (দঃ) কর্তৃক তাঁকে যে কোন জিনিসের প্রার্থনা করার অনুমতি দান। তাও আবার তাঁর কাছেই। সরাসরি আল্লাহর কাছে নয়।

৩) রবিয়া (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর কাছে বেহেস্ত প্রার্থনা করলেন। সাধারণ বেহেস্ত নয়। স্বয়ং নবী করিম (দঃ)-এর বেহেস্ত। উদ্দেশ্য ছিল খেদমত করা ও সান্নিধ্য লাভ করা।

www.sunnibarta.com

৪) এছাড়াও অন্য কিছু প্রার্থনা করার জন্য নবী করিম (দঃ) কর্তৃক তাঁকে উৎসাহিত করা। আল্লাহর দীদার ও সান্নিধ্য লাভ এই সুযোগদানের অন্তর্ভুক্ত।

৫) কিন্তু হযরত রবিয়া (রাঃ) অন্য কিছু না চেয়ে শুধু দীদারে মোস্তফা ও খেদমতে মোস্তফা (দঃ) প্রার্থনা করলেন- নবীজীরই কাছে। এটাই এশকের পরীক্ষা।

৬) নবী করিম (দঃ) এ ব্যাপারে রবিয়া (রাঃ)-এর কাছে সাহায্য চাইলেন বেশী বেশী নফল নামাজ পড়ার। এ যেন রোগীর কাছে ডাক্তারের সাহায্য চাওয়া–পথ্য ঠিকমত খাওয়ার ও নিয়ম কানুন মেনে চলার জন্য।

৭) দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণের জন্য খোদা ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েজ ও বৈধ। অত্র হাদীস তার প্রমাণ।

৮) নবী করিম (দঃ) যাকে ইচ্ছা, বেহেস্ত দান করতে পারেন– আল্লাহর অনুমোদনক্রমে।

সুতরাং অন্যের কাছে কিছু প্রার্থনা করা শিরিক নয়– যেমন দাবী করেছেন থানবী সাহেব (অনুবাদক কর্তৃক অতিরিক্ত দলীল হিসাবে পেশ করা হলো)।

৪নং দলীল ঃ (অনুবাদক কর্তৃক)

উপরে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) আশিয়াতুল লোম্‌আত শরহে মেশকাত গ্রন্থে বলেনঃ

www.sunnibarta.com

"واز اطلاق سوال كه فرمود سل وتخصيص نه كرد بمطلوبے خاص معلوم می شود كه كار همه بدست همت وكرامت اوست هرچه خواهد هركراخواهد باذن پروردگار خود بدهد"

অর্থ ঃ নবী করিম (দঃ) "ছাল" অর্থাৎ "যা মনে চায় প্রার্থনা করো" বলে নির্দ্দিষ্ট কোন জিনিস সীমাবদ্ধ না করে বরং ব্যাপকভাবে চাওয়ার অনুমতি দেয়ার মধ্যেই প্রমাণিত হলো যে, নবী করিম (দঃ)-এর ইচ্ছা ও কারামতের ক্ষমতায় যাবতীয় সমাধান নিহিত। তিনি যা চান, যাকে চান– আপন রবের অনুমোদনক্রমে নিজেই দিতে পারেন।" (আশিয়াতুল লোম্‌আত)। (কোথায় আশ্রাফ আলী থানবী, আর কোথায় শেখ দেহ্‌লভী (রহঃ)। কার কথা দলীল হিসাবে গণ্য হবে?

www.sunnibarta.com

৫নং দলীলঃ হাদীস শরীফঃ (অনুবাদক)

দারমী শরীফে উল্লেখিত একখানা হাদীসে দেখা যায়, অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দূর করার মানসে বৃষ্টি লাভের আশায় একবার হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর রওজা মোবারকের ছাদ খানিক উন্মুক্ত করে দিলে সাথে সাথে বৃষ্টি নাজিল হয় এবং ফলে ফসলে, তরুলতায় মদিনার জমীন শস্যময় হয়ে উঠে এবং লোকের দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়। হাদীসখানা নিম্নরূপঃ লোকেরা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে এসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ পেশ করে বৃষ্টির জন্য দোয়া চাইলে তিনি বল্লেনঃ

اُنْظُرُوْا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوْا مِنْهُ كُوًى اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى لَايَكُوْنَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ فَفَعَلُوْا فَمُطِرُوْا وَاَمْطَرُوْا حَتّٰى نَبَتَتِ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْاِبِلُ حَتّٰى تَفْتَقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّيَ عَامُ الْفَتْقِ (رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ)

অর্থঃ তোমরা রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর রওজা মোবারকের উপর থেকে ছাদ ছিদ্র করে দাও, যাতে নূরানী কবর ও আসমানের মধ্যখানে ছাদ বাধা সৃষ্টি না করে। লোকেরা তাই করলেন। সাথে সাথে প্রবল বৃষ্টিপাত আরম্ভ হলো। এর ফলে উদ্ভিদ জন্মালো, উট হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে চর্বিতে ভরে উঠলো। ঐ বছরকে আ-মুল ফিতাক বা চর্বি ও হৃষ্ট-পুষ্টের বছর নাম রাখা হলো।"

উক্ত ঘটনায় নবী করিম (দঃ)-এর রওজা মোবারকের উছিলায় লোকদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হলো। অথচ থানবী সাহেব বলছেন-কাউকে কল্যাণের মালিক মনে করা শিরক। তিনি মালিক শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে খুবই অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে–মালিকানা দুই প্রকার। মৌলিক মালিকানা আল্লাহর আর দানসূত্রে মালিকানা হচ্ছে নবী ও অলীগণের। যেহেতু তাঁদের মাধ্যমেই কার্য্য সম্পাদিত হয়ে থাকে। যেমন, হযরত ইছা (আঃ) বলেছেন ঃ আমি মাটি দিয়ে পাখীর সুরত বানিয়ে তাতে ফুঁক দিলে আসল পাখী হয়ে উড়ে যায়। আমি খোদার নির্দেশে মৃতকে জীবিত করি, অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আমি ভাল করি। ইছা (আঃ) এর 'আমি করি'- বলার ব্যাপারে থানবী সাহেব কি বলবেন?

৬নং দলীল ঃ হাদীস শরীফ (অনুবাদক)

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফত কালে একবার দেশে খরা দেখা দিলে হযরত বিলাল ইবনে হারিস (রাঃ) নামের একজন সাহাবী নবী করিম (দঃ)-এর রওজা পাকে হাজির হয়ে প্রথমে জিয়ারত করলেন এবং জেয়ারত শেষে হুজুর (দঃ)-এর খেদমতে এই

www.sunnibarta.com

আরজ করলেনঃ

"فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْتَسْقِ لِاُمَّتِكَ فَاِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوْا- فَاَتَاهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ وَاَ خْبَرَهُ اَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ فَكَانَ كَذَالِكَ وَفِيْهِ اِئْتِ عُمَرَ فَاقْرَئْهُ السَّلَامَ وَاَخْبِرْهُ اَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ - وَقُلْ لَهُ عَلَيْكَ الْكَيْسَ اَلْكَيْسَ اَىْ اَلرِّفْقَ لِاَنَّهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ شَدِيْدًا فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ فَاَتَاهُ فَاَخْبَرَهُ فَبَكٰى ثُمَّ قَالَ يَارَبِّ مَاالُوْ اِلَّا مَا عَجِزْتُ عَنْهُ " *

অর্থ ঃ "ইয়া রাসুলাল্লাহ! বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আপনার উম্মত অনাবৃষ্টিতে ধ্বংস হওয়ার পথে। নবী করিম (দঃ) স্বপ্নে ঐ সাহাবীর সাথে দেখা দেন এবং বলেনঃ তারা বৃষ্টি প্রাপ্ত হবে। ঠিক তাই হলো। অন্য বর্ণনা মতে নবী করিম (দঃ) তাঁকে স্বপ্নে বললেনঃ ওমরকে গিয়ে আমার সালাম জানিয়ে বলো যে, তারা বৃষ্টি প্রাপ্ত হবে। ওমরকে শাসন কার্য্যে নরম হতে বলো। কেননা, সে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে খুবই কঠোর। আদেশ অনুযায়ী হযরত বেলাল ইবনে হারিস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে সংবাদ জানালেন। হযরত ওমর (রাঃ) একথা শুনে ক্রন্দন শুরু করলেন এবং সগোক্তি করে বললেনঃ "হে আল্লাহ! আমি একান্ত বাধ্য না হলে যে নরম হতে পারিনা।" – (জওহারুল মুনাজ্জম–ইবনে হাজর মককী)

www.sunnibarta.com

এতে প্রমাণিত হলো–ইনতিকালের পর কাউকে সম্বোধন করে কিছু দোয়া চাওয়া ও আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করা জায়েজ। এসব ঘটনাকে কটাক্ষ করেই থানবী সাহেব বলেছেন–"কারও কাছে কিছু চাওয়া, প্রার্থনা করা বা কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক মোখতার মনে করা শিরক ও কুফর"! আল্লাহ আমাদেরকে বাতিল সম্প্রদায় থেকে সতর্ক রাখুন।

৭নং দলীলঃ (অনুবাদক)

হযরত ওমর (রাঃ) -এর খেলাফত কালের একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। মিশর জয় করার পর হযরত ওমর (রাঃ) আমর ইবনে আ'স নামক সাহাবীকে মিশরের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। মিশরীয় লোকদের মধ্যে একটি কুপ্রথা চালু ছিল। নীল নদে পানি কমে গেলে নির্ধারিত সময়ে একজন সুন্দরী মহিলাকে গহনাপত্র পরিধান করিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে নীল নদে নিক্ষেপ করা হতো। তাতে নদীতে জোয়ার আস্‌তো। গভর্ণর আমর ইবনে আস (রাঃ) এ ঘটনা লিখে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশ প্রার্থনা করেন। হযরত

www.sunnibarta.com

ওমর (রাঃ) নীল নদের নামে একখানা চিঠি লিখলেন। এই চিঠিখানা নীল নদে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। চিঠির ভাষা ছিল নিম্নরূপঃ

يَا اَيَّتُهَا النِّيْلُ اِنْ كُنْتَ تَجْرِىْ بِاَمْرِ اللّٰهِ فَاجْرِىْ وَاِنْ كُنْتَ تَجْرِىْ بِاَمْرِكَ فَاَمَرَكَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنْ تَجْرِىَ بِاَمْرِىْ (اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ لِابْنِ كَثِيْرٍ)

অর্থঃ "হে নীলনদ ! যদি তুমি আল্লাহর ইচ্ছায় প্রবাহিত হয়ে থাকো, তাহলে নিয়মমত প্রবাহিত হতে থাকো। আর যদি তোমার ইচ্ছায় প্রবাহিত হয়ে থাকো,তা হলে আমিরুল মোমেনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছে–এখনই পূর্ণভাবে প্রবাহিত হও।" (বেদায়া-নেহায়া-কারামতে ওমর)।

গভর্ণর আমর ইবনুল আস (রাঃ) নির্দেশ মোতাবেক উক্ত পত্রখানা নীল নদে নিক্ষেপ করলেন। সাথে সাথে ১৬ হাত উঁচু হয়ে পানি প্রবাহিত হলো। তখন থেকে মিশরীয়দের উক্ত কুপ্রথা বন্ধ হয়ে যায়। এখানে আল্লাহর অধীন নীল নদ হযরত ওমরের নির্দেশে প্রবাহিত হলো। ঘটনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে তিনি মিশরবাসীদের অজস্র কল্যাণ সাধন করলেন। অথচ থানবী সাহেব বল্‌ছেন–কাউকে কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক মোখতার মনে করা শিরক ও কুফর। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবী পরিচালনা করেন ফেরেস্তাদের মাধ্যমে। রিজিক ও বৃষ্টির দায়িত্ব দিয়েছেন হযরত মিকাইল (আঃ)কে। খোদা তায়ালার এই নিয়মকে অস্বীকার করাই বরং কুফরী।

৮নং দলীলঃ (আল্লামা হাশমত আলী)

শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) আশিয়াতুল লোমআত শরহে মেশকাতে বলেনঃ

"لیت شعری چه میخواہند ایشاں باستمداد وامداد که ایں فرقه منکر اند آنرا – انچه مامی فهمیم ازاں اینست که داعی دعاکند خدا وتوسل کند بروحانیت ایں بندهٔ مقرب یاندا کند ایں بنده مقرب راکه بنده خدا و ولی وئے شفاعت کن مرا وبخواه از خدا که بدہد مطلوب ومسئول مرا – اگر

www.sunnibarta.com

ایں معنی شرك باشد چنانکه منکرین زعم می کنند بایدکه منع کرده شود توسل وطلب دعا از دو ستان خدا در حالت حیات نیز - وایں ممنوع نیست بلکه مستحب ومستحسن ست باتفاق وشائع ست در دین"*

অর্থঃ "আমার বুঝে আসেনা-এরা কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ও সাহায্য করা সম্পর্কে কি ধারনা পোষণ করে? এই ফের্কার লোকেরা সাহায্য প্রার্থনা করা ও সাহায্য করার গোটা বিষয়টিই অস্বীকার করে থাকে। সাহায্য প্রার্থনা করার অর্থ আমি যা বুঝেছি তা হচ্ছে এই- দোয়াকারী দোয়া করেন খোদার কাছে এবং উসিলা ধরেন নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দার রূহে পাককে, অথবা এই নৈকট্যলাভকারী বান্দাকে ডাক দেন এই বলে-হে আল্লাহর বান্দা! হে আল্লাহর অলী! আপনি আমার ব্যাপারে সুপারিশ করুন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন- যেন তিনি আমার প্রার্থিত মনোবাসনা পূরণ করে দেন। যদি এ কথাকে শিরক বলা হয়, যেমন বিরূদ্ধবাদীরা মনে করে থাকে। এমনকি জীবিত অলীগণের নিকটও অনুরূপ প্রার্থনা করাকে এরা অস্বীকার করে। তাহলে জেনে রাখো-একাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়; বরং ওলামাগণের ঐক্যমতে ইহা মোস্তাহাব ও উত্তম কাজ। ইসলাম ধর্মে ইহা বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ।" (আশিয়াতুল লোমআত)।

www.sunnibarta.com

৯নং দলীলঃ

ইমাম ইবনুল হাজ্ব মাদ্‌খাল গ্রন্থে লিখেনঃ

اِنْ كَانَ مَيِّتُ الْمَزَارِ مِمَّنْ تُرْجٰى بَرَكَتُهٗ فَيَتَوَسَّلُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِهٖ وَيَبْدَأُ بِالتَّوَسُّلِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِالنَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ هُوَ الْعُمْدَةُ وَالْاَصْلُ فِيْ هٰذَا كُلِّهٖ وَالْمُشَرِّعُ لَهٗ ثُمَّ يَتَوَسَّلُ بِاَهْلِ تِلْكَ الْمَقَابِرِ اَعْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ مِنْهُمْ فِيْ قَضَاءِ حَوَائِجِهٖ وَمَغْفِرَةِ ذُنُوْبِهٖ وَيَكْثُرُ التَّوَسُّلُ بِهِمْ اِلَى اللّٰهِ لِاَنَّهٗ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى اِجْتَبَاهُمْ وَشَرَّفَهُمْ وَكَرَّمَهُمْ فَكَمَا نَفَعَ بِهِمْ فِى

www.sunnibarta.com

الدُّنْيَا فَفِى الْاٰخِرَةِ اَكْثَرَمِمَّا فَمَنْ اَرَادَ حَاجَتَهٗ فَلْيَذْهَبْ اِلَيْهِمْ وَيَتَوَسَّلَ بِهِمْ فَاِنَّهُمُ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَخَلْقِهٖ اِلٰخ *

অর্থঃ "মাজারের অলী যদি এই পর্যায়ের হয় যে, তাঁর কাছ থেকে বরকত লাভ করার আশা করা যায়, তাহলে প্রথমে নবী করিম (দঃ)কে আল্লাহর দরবারে উসিলা ধরবে। কেননা তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ও মূল উসিলা এবং তিনিই উসিলা ধরাকে বৈধ ও জায়েজ করেছেন। তারপর মাজারবাসী এবং কবরস্থানের অন্যান্য নেক বান্দা ও আউলিয়ায়ে কেরামগণকে মনোবাসনা পূরণ এবং গুনাহ মাগফিরাতের জন্য উসিলা বানাবে। তাদেরকে বেশী বেশী করে আল্লাহর দরবারে উসিলা বানাবে। কেননা, আল্লাহ সুব্‌হানাহু তাদেরকে নির্বাচিত করেছেন। তাঁদেরকে মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে দুনিয়াতে যতটুকু কল্যাণ দান করেছেন, তার চেয়েও বেশী দান করবেন পরকালে। সুতরাং যে ব্যক্তির কোন মনোবাসনা থাকে, সে যেন অলীর মাজারে যায় এবং তাদেরকে উসিলা বানিয়ে যেন খোদার কাছে প্রার্থনা করে। কেননা তারা হচ্ছেন আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মাধ্যম স্বরূপ।" (মাদখাল - ইবনুল হাজ্জ।

১০নং দলীলঃ

সাইয়েদ মুহাম্মদ আব্‌দারী (রহঃ) মাদ্‌খাল গ্রন্থে লিখেনঃ

وَيَسْتَغِيْثُ بِهِمْ وَيَطْلُبُ حَوَائِجَهٗ مِنْهُمْ وَيَنْجَزِمُ الْاِجَابَةَ بِبَرَكَتِهِمْ فَاِنَّهُمْ بَابُ اللّٰهِ الْمَفْتُوْحُ وَجَرَتْ سُنَّتُهٗ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى فِىْ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ عَلٰى اَيْدِيْهِمْ وَبِسَبَبِهِمْ *

অর্থ ঃ "যখন আল্লাহর কোন খাস বান্দার মাযারে উপস্থিত হবে, তখন খুব নম্রতা, অসহায়ত্ব, হীনতা ও দীনতার সাথে, খুশু-খুজুর সাথে তাঁদের সামনে দাঁড়াবে এবং তাঁদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে, আপন মনোবাসনার জন্য তাঁদের নিকট সাহায্য চাইবে। এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, তাঁদের বরকতেই দোয়া কবুল হবে। কেননা, তাঁরা হচ্ছেন খোদার রহমত প্রাপ্তির খোলা দরজা। তাঁদের মাধ্যমে এবং তাঁদের কারণেই মনোবাসনা পূরণ হওয়া আল্লাহরই প্রচলিত বিধান।" (মাদখাল - আব্‌দারী)।

১১নং দলীলঃ

অলী আল্লাহগণ দুনিয়া ও আখিরাতে ভক্তদের উপকার করে থাকেন এবং দুশমনদের ধ্বংস করেন। এ বিষয়ে কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি (রহঃ) এর গ্রন্থ "তাজকিরাতুল মাউতায়" উল্লেখ আছেঃ

www.sunnibarta.com

"ارواح ایشاں از زمین وآسماں و بہشت ہرجاکہ میخواہند میروند ودوستان ومعتقدان را دردنیا وآخرت مددگاری می فرمایند ودشمناں را ہلاك می سازند *

অর্থঃ "অলী আল্লাহগণ রূহানীভাবে জমিন, আসমান ও বেহেস্তের–যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারেন এবং বন্ধু ও ভক্তগণকে ইহকাল ও পরকালে মদদ ও সাহায্য করতে পারেন এবং দুশমনকে হালাক বা ধ্বংস করতে পারেন।" (তাজকিরাতুল মাউতা - পানিপথি)।

কাজী সানাউল্লাহ পানি পথি (রহঃ)-এর ফতোয়া মোতাবেক অলী আল্লাহগণ কল্যাণ-অকল্যাণ করতে পারেন। আর থানবী সাহেবের মতে অলীগণের কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক। উভয়ের ওজন করা হলে কাজী সানাউল্লাহ (রহঃ) এর ওজন লক্ষগুণ বেশী হবে। – অনুবাদক।

১২নং দলীলঃ

হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) বাহ্‌জাতুল আসরারে বলেনঃ

مَنِ اسْتَعَانَ بِیْ فِیْ شِدَّةٍ فُرِجَتْ * وَمَنْ نَادَ بِاِسْمِیْ فِیْ كُرْبَةٍ كُشِفَتْ عَنْهُ * وَمَنْ تَوَسَّلَ بِیْ اِلَیْهِ عَزَّوَجَلَّ فِیْ حَاجَةٍ قُضِیَتْ لَهٗ (بَهْجَةُ الْاَسْرَارِ)

অর্থঃ "কোন লোক কঠিন বিপদে পড়ে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তার ঐ বিপদ দূর হয়ে যাবে। আর কোন ব্যক্তি মসিবতে বা পেরেশানীতে পড়ে আমার নাম (ইয়া শেখ আবদুল কাদের জিলানী শাইআন লিল্লাহ) বলে ডাক দিলে তার ঐ পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। আর কোন ব্যক্তি আমাকে উসিলা করে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে সে আশাও পূরণ হবে।" (বাহজাতুল আসরার)

এখানে পরিষ্কারভাবে অলীগণের কাছে মদদ ও সাহায্য চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটাকে "ইসতিমদাদে রূহানী" বা রূহানী সাহায্য প্রার্থনা বলা হয়।

১৩নং দলীলঃ

ইমাম আবদুল ওহাব শা'রানী (রহঃ) "মিজানুশ শরীয়ত" গ্রন্থে লিখেনঃ

www.sunnibarta.com

"جَمِيْعُ الْاَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ يَشْفَعُوْنَ فِىْ اَتْبَاعِهِمْ وَيُلَاحِظُوْنَهُمْ فِىْ شَدَائِدِهِمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ *

অর্থঃ "সমস্ত আইম্মায়ে মোজতাহেদীন তাঁদের অনুসারীদের বিপদে-আপদে দুনিয়া ও আখিরাতে, এমনকি কিয়ামতের দিনেও সুপারিশ করবেন।" (মিজানুশ শরীয়ত)

১৪নং দলীলঃ

ইমাম আবদুল ওহাব শা'রানী (রহঃ) তাঁর অন্য গ্রন্থ "লাওয়াকিহুল আন্‌ওয়ার" এ লিখেনঃ

সাইয়েদ মুহাম্মদ হানাফী (রহঃ) মৃত্যু শয্যায় বলেছেনঃ

مَنْ كَانَتْ لَهٗ حَاجَةٌ فَلْيَأْتِ اِلٰى قَبْرِىْ وَيَطْلُبْ حَاجَتَهٗ اَقْضِيْهَا *

অর্থঃ "কারও কোন মনোবাসনা থাকলে সে যেন আমার কবরের পাশে এসে মনোবাসনা পূরণের জন্য ফরিয়াদ জানায়। আমি ঐ মনোবাসনা পূরণ করিয়ে দেবো"।(লাওয়াকিহুল আন্‌ওয়ার)।

১৫নং দলীলঃ

www.sunnibarta.com

সাইয়েদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ফারগালী (রহঃ) বলেনঃ

"اَنَا مِنَ الْمُتَصَرِّفِيْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ فَمَنْ كَانَتْ لَهٗ حَاجَةٌ فَلْيَأْتِ اِلٰى قُبَالَةِ وَجْهِىْ وَيَذْكُرْهَا بِىْ اَقْضِيْهَا لَهٗ "*

অর্থঃ "আমি (ইবনে আহমদ) ঐ সমস্ত অলীগণের শ্রেণীভুক্ত- যারা কবরে থেকেও তাসাররূপ (ক্ষমতা প্রয়োগ) করতে পারেন। সুতরাং কারও কিছু বাসনা থাকলে সে যেন আমার সামনা সামনি এসে নিজের বাসনা বর্ণনা করে। আমি ঐ বাসনা পূরণ করিয়ে দেবো।"

১৬নং দলীলঃ

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহঃ)-এর রূহানী ও ঐশী শক্তি সম্পর্কে মাওলানা আবদুর রহমান জামী (রহঃ) তার লিখিত "নাফাহাতুল্ উন্‌ছ" গ্রন্থে লিখেছেন যে, মাওলানা রুমী (রহঃ) মৃত্যুকালে বলে গেছেনঃ

www.sunnibarta.com

" از رفتن من غمناك مشو در حالتيكه باشيد مرا ياد كنيد تامن شمارا مدد باشم در حالتيكه باشم*

অর্থঃ "আমার (রুমী) প্রস্থানের পর তোমরা চিন্তিত হয়োনা। তোমরা যে অবস্থায়ই (বিপদে) থাক না কেন, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো সর্বাবস্থায়"। (নাফাহাতুল উন্‌ছ-জামী)।

১৭নং দলীলঃ

শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) "বোস্তানুল মোহাদ্দেসীন" গ্রন্থে সাইয়েদ আহমদ রাজুক (রহঃ)-এর আলোচনা করতে গিয়ে তার মুরীদানদের প্রতি তার একটি উক্তি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেনঃ "আমি আমার মুরীদানের পেরেশানী দূরকারী। যখন সময় তাদের প্রতি বিরূপ হয় এবং তাদের কোন তাকলীফ হয়– তখন তারা যেন 'ইয়া রাজুক' বলে আমাকে ডাকে। আমি তৎক্ষনাৎ (রূহানীভাবে) তাদের কাছে যাবো এবং তাদের সাহায্য করবো"। (পূর্ববর্তী অধ্যায়েও এ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে–অনুবাদক)। (বোস্তানুল মোহাদ্দেসীন)।

মুসলমান ভাইয়েরা! আপনারা উপরে উল্লেখিত আপনাদের সুন্নী ওলামায়ে কেরাম ও ইমামগণের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেয়েছেন যে, তোমরা খোদার প্রিয় বান্দাগণের কাছে, অলী-আল্লাহগণের কাছে নিজ মকসুদ পেশ করো। তাঁদেরকে আল্লাহর দরবারে মনোবাসনা পূরণের নিমিত্তে উসিলা ধরো। তাঁরা তোমাদেরকে রূহানীভাবে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের মনোবাসনা পূরণ করিয়ে দেবেন। তোমাদের গুনাহ্ মাপ করিয়ে দেবেন। তোমাদের কল্যাণ করবেন। বিপদ থেকে তোমাদেরকে বাঁচাবেন। আপনারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখুন–তাঁদের উসিলায় ও বরকতেই আপনাদের কাজ উদ্ধার হবে। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালার বিধানই এই যে, অলী-আল্লাহগণের মাধ্যমে এবং তাদের হাতেই বান্দাদের হাজত পূর্ণ হয়। সৃষ্টির কর্ম তাদের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। শুধু তাই নয়। বরং আপনাদের শ্রদ্ধাস্পদ অলী-আল্লাহগণই বলছেন যে, "তোমরা পেরেশানীতে আমাদেরকে স্মরণ করো-ডাকো। আমরা তোমাদের সাহায্য করবো, তোমাদের বালা-মুসিবত ও পেরেশানী দূর করিয়ে দেবো। যখন তোমাদের কোন মনোবাসনা থাকে–তখন আমাদের কাছে আস। আমরা তোমাদের মক্‌সুদ পূরণ করিয়ে দেবো। প্রয়োজন পূরণ করে দেয়া হবে।"

অলী আল্লাহগণের উপরোক্ত ঘোষণায় কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর উল্লেখ নেই। রুজী-রোজগার, সন্তান-সন্ততি থেকে দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ই উক্ত ঘোষণায় এসে গেছে। ঐ সব বিষয় খোদা প্রদত্ত শক্তিতে তাঁদের এখ্‌তিয়ারের মধ্যে রয়েছে। যদি আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদেরকে ঐ শক্তি ও এখতিয়ার না দিতেন, তাহলে তাঁরা কিভাবে

www.sunnibarta.com

আপনাদেরকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন? মানুষ তার ক্ষমতার বহির্ভূত কোন জিনিস দেয়ার প্রতিশ্রুতি কোন সময়ই দিতে পারেনা এবং একথাও বলতে পারেনা যে, "তোমরা আমাদের কাছে এসে চাও–আমরা দেবো"। সুতরাং বুঝা গেলো যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে ঐ সব বিষয়ে ঐশী শক্তি দান করেছেন। মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের এখতিয়ার তাঁদের দেয়া হয়েছে এবং তাঁদের মাধ্যমেই ঐসব বিষয় সংঘটিত হচ্ছে। দ্বীনী ও দুনিয়াবী কাজ কর্মে তাঁদের ঐ ঐশী শক্তি প্রকাশিত হয়ে থাকে। "এগুলো আল্লাহর দান। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। তিনি মহান দানের মালীক।"

উপরে বর্ণিত অলী-আল্লাহগণের ঘোষণা ও শিক্ষা তাঁরা নিজেদের পক্ষ হতে বলেন নি, বরং নবী করিম (দঃ)-এর বাণীই আপনাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন মাত্র এবং আপনাদের শুনায়ে দিয়েছেন। নবী করিম (দঃ)এরশাদ করে গেছেনঃ "তোমরা তোমাদের মনোবাসনা ও হাজত-আল্লাহর প্রিয় বান্দা, নিকটতম বান্দা ও আউলিয়ায়ে কেরামের নিকট প্রার্থনা করো। তাঁরা তোমাদেরকে দেবেন, বিপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং উপকার সাধন করবেন"। যেমন পূর্ববর্তী অধ্যায়ে একটি হাদীস তাবরানী ও ইব্‌নে সুন্নী বর্ণনা করেছেন, হাদীস খানা নিম্নরূপ ঃ

১৮নং দলীলঃ

اِذَا ضَلَّ اَحَدُكُمْ شَيْئًا وَاَرَادَ عَوْنًا وَهُوَ بِاَرْضٍ لَيْسَ بِهَا اَنِيْسٌ فَلْيَقُلْ يَاعِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِىْ يَاعِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِىْ فَاِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا لَايَرَاهُمْ – رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ رَضِ وَفِىْ رِوَايَةِ اِبْنِ السُّنِّىِّ يَاعِبَادَ اللّٰهِ اِحْبِسُوْا *

অর্থঃ "তোমাদের কারও কোন জিনিস হারিয়ে গেলে এবং সাহায্যের প্রয়োজন হলে যদি ঐ জায়গায় কোন সাহায্যকারী বন্ধু না থাকে, তবে সে যেন একথা বলে,–" হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আমাকে সাহায্য করুন, (হারানো বস্তু উদ্ধারের জন্য) হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আমাকে সাহায্য করুন! কেননা, আল্লাহর এমন কিছু অদৃশ্য বান্দা রয়েছেন, যাদেরকে সে দেখতে পাচ্ছেনা"। ইব্‌নে সুন্নীর বর্ণনায় পশু হারানোর কথা আছে। তখন সে যেন এভাবে বলে,–"হে আল্লাহর বান্দাগণ! পশুটি ধরে রাখুন"! (হযরত উৎবা বিন গাজওয়ান (রাঃ) বর্ণিত তাবরানী শরীফের হাদীস)

উক্ত হাদীসে অদৃশ্য বান্দাদের (রিজালুল গায়েব) সাহায্য ও মদদ প্রার্থনার পরিস্কার নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং থানবী সাহেব ও ওহাবী সম্প্রদায়ের এ ব্যাপারে শিরক ও কুফরের ফতোয়াবাজী স্বয়ং নবীজীর উপর বর্তায় না- কি?–অনুবাদক।

www.sunnibarta.com

১৯নং দলীলঃ

তাবরানী আওসাতে হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসঃ

اُطْلُبُوا الْحَوَائِجَ اِلٰى ذَوِى الرَّحْمَةِ مِنْ اُمَّتِىْ تُرْزَقُوْا وَتُنْجَوْا

অর্থঃ "তোমরা আমার রহমদিল উম্মতের (আউলিয়ায়ে কেরাম) নিকট তোমাদের মকসুদের জন্য সাহায্য চাও। তাহলে তোমরা রিজিক প্রাপ্ত হবে এবং মকসুদও পূর্ণ হবে।"

২০নং দলীলঃ

তাবরানী কবিরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসঃ

اُطْلُبُوا الْخَيْرَ وَالْحَوَائِجَ مِنْ حِسَانِ الْوُجُوْهِ *

অর্থঃ "তোমরা তোমাদের মঙ্গল ও প্রয়োজনের জন্য উত্তম চেহারা বিশিষ্ট লোকদের নিকট (আউলিয়ায়ে কেরাম) সাহায্য প্রার্থনা করো"।

২১নং দলীলঃ

তাবরানী কবিরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসঃ

اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى عِبَادًا اِخْتَصَّهُمْ بِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ اِلَيْهِمْ فِىْ حَوَائِجِهِمْ اُولٰئِكَ الْاٰمِنُوْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا)

www.sunnibarta.com

অর্থঃ "আল্লাহর এমন কিছু খাস বান্দা রয়েছেন, যাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের হাজত পূরণের কাজে নির্ধারিত করে রেখেছেন। মানুষ ঘাব্‌রিয়ে গিয়ে তাঁদের কাছে মকসুদ পূরণের জন্য আসে। ঐসব খাস বান্দাগণ আল্লাহর আজাব থেকে নিষ্কৃতি লাভকারী।"। –তাবরানী কবির–হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সূত্রে।

পাঠকবর্গ! দেখুন! উপরে বর্ণিত ৫টি হাদীসে নবী করিম (দঃ) বলেছেন– "আল্লাহর কিছু খাস বান্দা মানুষের মঙ্গলের জন্য, হাজত পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত রয়েছেন। মানুষ তাঁদের কাছে হাজত পূরণের জন্য যাবে, মদদ ও সাহায্য প্রার্থনার জন্য যাবে। তাঁরা তাদের মদদ করবেন, হাজত পূর্ণ করবেন। তোমরা ঐ সমস্ত রহমদিল ও উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোকদের নিকট আপন মকসুদ প্রার্থনা করো, মনোবাসনা চাও। তোমাদের হাজত ও মকসুদ পূর্ণ হবে। রুজী-রোজগার ও সন্তানাদি প্রার্থনা করলে তাঁদের উসিলায় পাবে"।

www.sunnibarta.com

অথচ ওহাবী সম্প্রদায় বলে–কারও নিকট কিছু চাওয়া, রিজিক ও সন্তান ইত্যাদি প্রার্থনা করা, কাউকে কল্যাণ-অকল্যাণের এখতিয়ার প্রাপ্ত মনে করা–সবই সম্পূর্ণরূপে শিরক। তাদের কথায় বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত (দঃ) মানুষকে তাওহীদের পরিবর্তে শুধু শিরক শিক্ষা দেয়ার জন্যই আগমন করেছেন। (নাউজুবিল্লাহ)!

কোন কোন জাহেল ও অজ্ঞ ওহাবীরা হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে করেছে যে, নবী করিম (দঃ) শুধু "ঐ সমস্ত জীবিত অলী-আল্লাহগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য বলেছেন– যাঁরা দৃষ্টির অগোচরে রয়েছেন। মৃত অলীগণের নিকট নয়"। তাদের এই ধারণা ভ্রান্ত ও অজ্ঞতা প্রসুত। কেননা অলী–আল্লাহগণ প্রকৃত পক্ষে মরেন না। একস্থান থেকে অন্যস্থানে- ধ্বংসশীল পৃথিবী থেকে অবিনশ্বর আখেরাতে প্রস্থান করেন মাত্র এবং সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে চলে যান। তাঁদের ক্ষেত্রে হায়াত–মউত এক সমান। তাঁরা দুনিয়াতে যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন– ইনতিকালের পরও সে ক্ষমতা অটুট থাকে, বরং আরও বৃদ্ধি পায়। ইমাম গাজ্জালী, শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী, শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী, কাজী সানাউল্লাহ্ পানিপথি, আল্লামা মানাভী প্রমুখ বরেণ্য ইমাম ও ওলামাদের কালামের দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে।

২২নং দলীলঃ

মৃত্যুর পর অলীগণের অবস্থা সম্পর্কে শেখ আবদুল হক দেহলভী (রহঃ) আশিয়াতুল লোমআত শরহে মিশকাত-এ বলেনঃ

"اولیاء خدا نقل کرده شدند ازیں دار فانی بدار بقا زنده اند نزد پروردگار خود ومرزوق اند وخوشحال اند ومردم را ازاں شعور نیست "*

অর্থঃ "অলী আল্লাহগণ ধ্বংসশীল দুনিয়া ত্যাগ করে অবিনশ্বর আখেরাতে প্রস্থান করার পরও আল্লাহ-তায়ালার নিকট জীবিত থাকেন, রিজিক প্রাপ্ত হন ও খোশ হালাতে থাকেন। কিন্তু মানুষেরা এ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান রাখেনা"। (আশিয়াতুল লোমআত)।

২৩নং দলীলঃ

অলী–আল্লাহ্‌গণের মৃত্যু–পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) "মিরকাতে" বলেনঃ

لَافَرْقَ لَهُمْ فِى الْحَالَيْنِ وَلِذَاقِيْلَ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ لَايَمُوتُوْنَ وَلٰكِنْ يَنْقَلِبُوْنَ مِنْ دَارٍ اِلٰى دَارٍ *

www.sunnibarta.com

অর্থঃ "অলী-আল্লাহগণের হায়াত-মউতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সর্বদা তাঁদের একই অবস্থা। (যেহেতু কারামত মৃত্যুর পরও অটুট থাকে)। এজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, আউলিয়ায়ে কেরাম প্রকৃতপক্ষে মরেন না। বরং তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রস্থান করেন মাত্র।" (মিশকাত)।

২৪নং দলীলঃ কুতুবুদ্দীন বখতীয়ার কাফী (রঃ)-এর ঘটনাঃ

শাহ আবদুর রহিম দেহলভী (রহঃ)-যিনি আলমগীরী কিতাব রচয়িতাদের মধ্যে একজন। তিনি হযরত কুতুবুদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রহঃ)-এর মাজার নিয়মিত জিয়ারত করতেন। একদিন তার মনে খেয়াল আস্‌লো-হয়রত বখ্‌তিয়ার কাকী (রহঃ) কি আমাকে চিনেন? হঠাৎ বখ্‌তিয়ার কাকী (রহঃ) শাহ আবদুর রহিমের সামনে উদভাসিত হয়ে ফারসী কবিতায় বললেনঃ

مرا زنده پندار چوں خویشتن * بجان آمدم گر تو آئی بتن *

অর্থঃ তোমার মতই জিন্দা আমি মনে রেখো ভাই,
স্বশরীরে এলে তুমি (আমি) প্রাণে এসে যাই"।
– বজ্‌মে জামশিদ।

২৫নং দলীলঃ

মৃত্যুর পরেও অলীগণের কারামত অটুট থাকার ব্যাপারে আল্লামা আবদুল গনি নাব্‌লুসী (ওস্তাদ-আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী) "হাদিকাতুন নাদিয়া" গ্রন্থে লিখেনঃ

"كَرَامَاتُ الْاَوْلِيَاءِ بَاقِيَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ اَيْضًا وَمَنْ زَعَمَ خِلَافَ ذٰلِكَ فَهُوَجَاهِلٌ مُتَعَصِّبٌ وَلَنَا رِسَالَةٌ فِىْ خُصُوْصِ اِثْبَاتِ الْكَرَامَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْوَلِيِّ *

অর্থঃ "আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত সমূহ তাঁদের ইনতিকালের পরেও অটুট থাকে। যে ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম ধারণা করে, সে জাহেল-মূর্খ ও হঠকারী। আমি (নাব্‌লুসী) একটি পুস্তিকা খাস করে এই বিষয়ের প্রমাণের জন্য লিখেছি।" (হাদিকা)।

২৬নং দলীলঃ

মক্কা শরীফের মুফতী সৈয়দ জামাল মক্কী (রহঃ) নিজ ফতোয়ায় লিখেনঃ

"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِىُّ وَهُوَ خَاتِمُ الْمُحَقِّقِيْنَ الْحَنَفِيَّةِ اِذَا كَانَ

www.sunnibarta.com

مَرْجِعُ الْكَرَامَاتِ اِلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ حَيَاتِهِمْ وَمَمَاتِهِمْ اِلٰى اَنْ قَالَ وَلِاَوْلِيَاءِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَرَامَاتِ اَحْيَاءً وَاَمْوَاتًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

অর্থঃ "আল্লামা আইনী – যিনি হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ উলামাদের মধ্যে সর্বশেষ –তিনি বলেনঃ যখন একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, অলী-আল্লাহগণের কারামতের মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহর কুদ্‌রত, তখন তাঁদের জীবদ্দশা ও মৃত অবস্থার মধ্যে কোনই প্রভেদ নেই। ---- এরপর তিনি বলেনঃ সমস্ত উলামাগণের ঐক্যমতে নবী করিম (দঃ)-এর মো'জেজা বেশুমার। নবী করিম (দঃ)-এর মোজে'জার মধ্যে অলীগণের জীবদ্দশায় ও ইনতিকাল পরবর্তী সময়ে কারামত প্রকাশ পাওয়া নবীজীরই একটি অন্যতম মো'জেজা। ইহা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে"। – ফতোয়ায়ে জামাল মককী।

২৭নং দলীলঃ

'ফতোয়ায়ে জামাল মককী'–তে শাইখুল ইসলাম শিহাবুদ্দীন রমলী (রহঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

"مُعْجِزَاتُ الْاَنْبِيَاءِ وَكَرَامَاتُ الْاَوْلِيَاءِ لَاتَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِمْ *

অর্থঃ আম্বিয়ায়ে কেরামের মো'জেজা ও আউলিয়ায়ে কেরামের কারামাত তাঁদের ইনতিকালের পর বন্ধ হয় না। বরং তা বাকী থাকে।"

www.sunnibarta.com

২৮নং দলীলঃ

চারজন ঐশী শক্তি সম্পন্ন অলী–আল্লাহ সম্পর্কে শেখ আবদুল হক দেহলভী (রহঃ) 'আশিয়াতুল লোমআত ফি শরহে মিশকাত-এ উল্লেখ করেনঃ

"یکے از مشایخ عظام گفتہ کہ دیدم چہار کس را از مشایخ تصرف می کنند در قبور خود – مانند تصرفہائے شاں درحیات خود یابیشتر ازاں – شیخ معروف وعبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہما ودوکس دیگر را از اولیاء شمرد – ومقصود حصرنیست – انچہ خود دیدہ ویافتہ است گفتہ*

www.sunnibarta.com

অর্থঃ "জনৈক উচ্চপদস্থ শাইখ হতে বর্ণিত আছেঃ তিনি বলেছেন যে, আমি এমন চারজন বিশিষ্ট অলী–আল্লাহকে পেয়েছি–যারা মৃত্যুর পরেও নিজেদের কবরে থেকে ঐরূপ শক্তিই ব্যবহার করেন–যা করতেন জীবদ্ধশায় অথবা বলা যায়- তার চেয়েও বেশী। তন্মধ্যে একজন হলেন শেখ মারুফ এবং অন্যজন হলেন হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হুমা)। অন্য দু'জন আউলিয়ার নামও ঐ শেখ বর্ণনা করেছেন। তবে এর দ্বারা শক্তি প্রয়োগকারী অলী–আল্লাহগণের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা ঐ শেখের উদ্দেশ্য নয়। বরং তিনি যা দেখেছেন ও পেয়েছেন- তাই বলেছেন। (আশিয়াতুল লোমআত)।

উল্লেখ্য যে, 'শেখ মারুফ' দ্বারা তিনি শেখ আলী কোরায়শীকে বুঝিয়েছেন। আর অন্য দু'জনের নাম 'মিরকাতে' উল্লেখ করা হয়নি। "বাহ্‌জাতুল আসরার" প্রণেতা ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন (রহঃ) ঐ দু'জনের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের একজনের নাম হলো-শেখ আকিল (রহঃ) এবং অন্যজনের নাম হলো- হায়াত ইবনে কয়েস হাররানী (রহঃ)। এই চারজনের কারামত মৃত্যুর পরও চালু থাকতে দেখেছেন ঐ সম্মানীত শেখ।

২৯নং দলীলঃ

"তাকমীলুল ঈমান" গ্রন্থে শেখ আবদুল হক দেহলভী (রহঃ) বলেনঃ

"تصرف بعض اولیاء درعالم برزخ دائم وباقی ست – وتوسل واسمداد بارواح مقدسه ایشاں ثابت ومؤثر – وامام حجة الاسلام محمد غزالی رحمة الله علیه گوید که هرکه در حیات ولی بوے توسل وتبرك جویند بعد از موتش نیز تواں جست – واولیاء را ابدان متکثره مثالیه نیز بود که بداں ظهور نمایند وامداد وارشاد طالبان کنند – ومنکر را دلیل وبرهان براں کار آن نیست *

অর্থঃ "কোন কোন অলী–আল্লাহগণের 'তাসাররুফ' বা ঐশী শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা মৃত্যুর পরও আলমে বরজখে (কিয়ামত পর্যন্ত) সদা সর্বদা বিদ্যমান থাকে। তাঁদের উসিলা গ্রহণ করা ও তাঁদের পবিত্র আত্মার নিকট সাহায্য চাওয়া দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং ফলপ্রসু প্রমানিত হয়েছে। **হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী (রহঃ) বলেছেনঃ "জীবদ্দশায় যেসব অলী–আল্লাহদের নিকট সাহায্য ও বরকত চাওয়া**

www.sunnibarta.com

জায়েজ-মৃত্যুর পরেও তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া ও বরকত চাওয়া জায়েজ"। অলী-আল্লাহ্‌গণের নিজের অনুরূপ শত সহস্র মেছালী শরীর ও সুরত ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। ঐ শরীর দ্বারা তাঁরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আত্ম প্রকাশ করেন এবং ভক্তদেরকে সাহায্য ও হেদায়েত করতে পারেন। বিরুদ্ধবাদীদের কাছে এসব অলৌকিক কাজের বিরুদ্ধে কোন দলীল ও অকাট্য প্রমাণ নেই।" (তাকমীলুল ঈমান)

৩০নং দলীলঃ

মক্‌তুবাতে ইমামে রাব্বানী প্রথম খন্ড ২১৭নং মকতুবে উল্লেখ আছেঃ

(অনুবাদঃ) "এমন তকদীর যা মুব্‌রাম অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়রূপে লাওহে মাহ্‌ফুজে লিখা রয়েছে, কিন্তু আল্লাহর এলেমে আছে যে, বিশেষ অবস্থায় পরিবর্তন হতে পারবে। এই ধরনের তক্‌দীরের মধ্যেও হস্তক্ষেপ تَصَرُّفْ করার অলৌকিক শক্তি আল্লাহ্ তায়ালা গাউসুল আ'জম মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) কে দান করেছেন"। (সূত্র ঃ মাসিক তাবলীগ মে'১৯৭০ সংখ্যা – সম্পাদক মাওঃ আজিজুর রহমান নেছারাবাদী – কায়েদ হুজুর)

বিঃ দ্রঃ যে সব বিরুদ্ধবাদী লোক আউলিয়ায়ে কেরামের অলৌকিক ক্ষমতা ও কারামাতকে অস্বীকার করে এবং তাদের অন্তরে আগুন ধরে যায়, শেখ আবদুল হক দেহলভী (রহঃ) ও মোজাদ্দেদ আলফে সানী (রাঃ)-এর উপরোক্ত ইবারতের দ্বারা তাদের 'কাটা ঘায়ে নূনের ছিটা' পড়েছে। দেহলভী সাহেব পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, একই সময়ে একজন অলী-আল্লাহ মিছালী শরীর ধারণ পূর্বক বিভিন্ন স্থানে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন, ভক্তদেরকে সাহায্য করতে পারেন ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে পারেন। মোজাদ্দেদ সাহেবের এবারতে বলা হয়েছে -তকদীর পরিবর্তনের ক্ষমতা গাউসে পাককে দান করা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। আধুনিক থিউসফী চার প্রকার শরীর স্বীকার করে। যথাঃ ফিজিক্যাল বডি, ইথিক্যাল বডি, কস্যাল বডি ও এষ্ট্রাল বডি। ওহাবী সম্প্রদায়ের ধোঁকা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক রাখুন। (বিশ্বনবী দেখুন) তাকদীর পরিবর্তনের ক্ষমতা গাউছে পাককে আল্লাহ দান করেছেন। অথচ থানবী ও মৌদুদী সাহেব এবং তাদের অনুসারীরা (গোলাম আজম, দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী গং) বলছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক মোখতার নয়। (মৌদুদীর লন্ডনের ভাষণ)।

www.sunnibarta.com